জ্ঞান ও সত্যতা
Knowledge and Truth

জ্ঞানতত্ত্ব অর্থাৎ জ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনা, দর্শনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ; কারণ দর্শন হলো মূলত জ্ঞান বা প্রজ্ঞার অনুসন্ধান। মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ যে কোন বিষয়ের পরীক্ষণের ক্ষেত্রে দর্শন ভাষা, যুক্তি ও যুক্তিচিন্তনকে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। সুতরাং বিশ্বাস ও জ্ঞানের পার্থক্য করা; কী আসলে জানা যায়? তা উদ্‌ঘাটন করা; কী সত্যতা বা মিথ্যাত্ব গঠন করে? তা জানা দার্শনিকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমরা বর্তমান ইউনিটে এসব গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য, শব্দ বা ধারণা, ও মানবীয় কর্মকান্ড প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা-পর্যালোচনা করবো।

এই ইউনিটে মোট ছয়টি পাঠ রয়েছে

- জ্ঞানতত্ত্ব, যুক্তিবিদ্যা ও মনোবিজ্ঞান
  Epistemology, Logic and Psychology
- জ্ঞান বা জানার অর্থ
  The Meaning of Knowledge or Knowing
- বচন জানার শর্ত
  Requirements for Knowing a proposition
- বচন ও বচনের প্রকার
  Propositions and Types of Propositions
- সত্যতা সম্পর্কীয় মতবাদ : স্বতঃপ্রতীতিবাদ, সঙ্গতিবাদ, অনুরূপতাবাদ ও প্রয়োগবাদ
  Theories of Truth : Self-evidence, Coherence, Correspondence and Pragmatic Theory
- সত্যতা সম্পর্কীয় মতবাদসমূহের সমালোচনা
  Criticism of the Theories of Truth

পাঠ ১

জ্ঞানতত্ত্ব, যুক্তিবিদ্যা ও মনোবিজ্ঞান
Epistemology, Logic and Psychology

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- জ্ঞানতত্ত্বের সাথে যুক্তিবিদ্যার মৌলিক পার্থক্য জানতে পারবেন।
- জ্ঞানতত্ত্বের সাথে মনোবিজ্ঞানের মৌলিক পার্থক্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবগত হতে পারবেন।

ভূমিকা

জ্ঞানতত্ত্ব হলো দর্শনের একটি প্রধান শাখা। এই শাখায় জ্ঞানের স্বরূপ, উপাদান, সীমা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়। যুক্তিবিদ্যা এবং মনোবিজ্ঞানও জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করে। তবে জ্ঞানতত্ত্বে জ্ঞান নিয়ে যে আলোচনা হয় তা যুক্তিবিদ্যা ও মনোবিজ্ঞান থেকে ভিন্নতর। আমরা বর্তমান পাঠে জ্ঞানতত্ত্বের সাথে যুক্তিবিদ্যা ও মনোবিজ্ঞানের পার্থক্য আলোচনা করবো।

জ্ঞানতত্ত্ব ও যুক্তিবিদ্যা (Epistemology and Logic)

জ্ঞানতত্ত্ব জ্ঞানের প্রকৃতি, জ্ঞানের উপাদান, জ্ঞানের পূর্বশর্ত, জ্ঞানের পরিধি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। পক্ষান্তরে যুক্তিবিদ্যা জ্ঞানের সত্যতার আকার নিরূপণ করে। কি রকম আকার-প্রকারের মধ্য দিয়ে জানলে, অন্যকথায় কি রকম আকার-প্রকারের হলে যুক্তি বা অনুমান বৈধ হবে সে আলোচনা করাই যুক্তিবিদ্যার কাজ।

কি উপকরণের সমাবেশ বা সমন্বয় ঘটলে জ্ঞান হয় তা জ্ঞানবিদ্যার এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। এদিক দিয়ে জ্ঞানবিদ্যা জ্ঞানের সম্ভাবনা নিরূপণের চেষ্টা করে। জ্ঞান সম্ভব হলেই কেবল তার সত্যতার প্রশ্ন ওঠে। যুক্তিবিদ্যা জ্ঞানের সত্যতা ও বৈধতার বিভিন্ন রূপ বা আকার নিরূপণ করে। স্বয়ং জ্ঞানের স্বরূপ, সম্ভাবনা ও সীমা নিয়ে যুক্তিবিদ্যা আলোচনা করে না। জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা তাই অধিকতর মূলস্পর্শী ও গভীর।

নিচের উদাহরণটি দ্বারা আমরা জ্ঞানবিদ্যা ও যুক্তিবিদ্যার মৌল পার্থক্য বুঝার চেষ্টা করবো। আমরা জানি, যুক্তিবিদ্যা যুক্তি নিয়ে এবং যুক্তির সঠিকতা ও বেঠিকতা নিরূপণের বিধি-বিধান নিয়ে আলোচনা করে। নিচের যুক্তিটি লক্ষ্য করা যাক–

সকল মানুষ মরণশীল।
সক্রেটিস একজন মানুষ।
অতএব, সক্রেটিস মরণশীল।

এই যুক্তিটি বৈধ এবং আকারগতভাবে সত্য। পূর্বেই স্বীকার করে নেয়া হয়েছে যে, সকল মানুষই মরণশীল এবং বলা হয়েছে যে, সক্রেটিস একজন মানুষ; সেহেতু সক্রেটিস মরণশীল সকল মানুষের অন্তর্গত একজন মানুষ হিসেবে যে মরবেন-ই একথা নিশ্চিত করে বলা যায়। যুক্তিটির অভ্যন্তরীণ সংগঠন বা আকার নিম্নোক্তরূপে প্রকাশ করা যায়–

সকল ক হয় খ

গ হয় ক

অতএব, গ হয় খ।

যুক্তিবিদ্যায় সঠিক যুক্তির বিভিন্ন রূপ নিয়ে আলোচনা করা হয়। যেমন– উপরের রূপটি একটি বৈধ রূপ। এমন রূপ বা আকারের অধিকারী সকল যুক্তিই সঠিক হবে। লক্ষণীয় হলো, যুক্তিবিদ্যা রূপের বাইরে যে বস্তুগত সত্যতা বা নিশ্চয়তা তা নিয়ে আলোচনা করে না। সকল মানুষ সত্যিই মরণশীল কিনা? সকল মানুষের মরণশীলতা আদৌ প্রমাণ করা বা জানা যায় কিনা? সক্রেটিস একজন মানুষ কিনা? এসব বিষয় বা প্রশ্ন যুক্তিবিদ্যার বিবেচ্য নয়। এসব জ্ঞানবিদ্যার বিবেচ্য বিষয়।

তবে জ্ঞানবিদ্যার আলোচনা ফলপ্রসূ হতে হলে সঠিক যুক্তির কলাকৌশল জানা প্রয়োজন। যুক্তিবিদ্যা আমাদেরকে জ্ঞান ও সত্যতা অর্জনের সহায়ক বিধি-বিধান ও পদ্ধতি প্রদান করে। এজন্য অনেকে যুক্তিবিদ্যাকে জ্ঞানতত্ত্বের একটি শাখা বলে বিবেচনা করেন।

জ্ঞানতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞান (Epistemology and Psychology)

মনোবিজ্ঞান জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা নিয়ে আলোচনা করে। জ্ঞানতত্ত্ব কেবল জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করে, অনুভূতি বা ইচ্ছা নিয়ে আলোচনা করে না। তাছাড়া মনোবিজ্ঞান ও জ্ঞানতত্ত্বের জ্ঞানবিষয়ক আলোচনার মধ্যেও পার্থক্য আছে। মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান যেভাবে সম্পন্ন হয় অর্থাৎ যেসব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ঘটে তার বর্ণনা দান করে। সংবেদন, প্রত্যক্ষণ, মনোযোগ, অনুমান, সার্বিক ধারণা, স্মৃতি, কল্পনা প্রভৃতি জ্ঞান-প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেয়া মনোবিজ্ঞানের কাজ। জ্ঞানতত্ত্বে জ্ঞান-প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেয়া হয় না। জ্ঞানের পূর্বশর্ত কী? জ্ঞানের উপকরণ কী? অন্যকথায়, কোন কোন উপকরণ বা উপাদান না হলে জ্ঞান সম্ভবই নয়? মানুষ কতটুকু জানতে পারে? অতীন্দ্রিয় বিষয় জানা যায় কিনা? এ জাতীয় প্রশ্ন জ্ঞানতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। মনোবিজ্ঞান এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে না।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, মনোবিজ্ঞান জ্ঞান-প্রক্রিয়া নিয়ে, যুক্তিবিদ্যা উৎপন্ন বা উৎপাদিত জ্ঞানের বৈধ আকার বা রূপ নিয়ে এবং জ্ঞানতত্ত্ব জ্ঞানের স্বরূপ-সম্ভাবনা-সীমা নিয়ে আলোচনা করে। এই তিনটি জ্ঞান শাখার আলোচনা তাই পরস্পর পরিপূরক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। জ্ঞানতত্ত্বের সাথে যুক্তিবিদ্যা ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। জ্ঞানতত্ত্বের সাথে যুক্তিবিদ্যার পার্থক্য বর্ণনা করুন।

২। জ্ঞানতত্ত্বের সাথে মনোবিজ্ঞানের পার্থক্য উল্লেখ করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন

১। জ্ঞানতত্ত্ব আলোচনা করে
(অ) জ্ঞান নিয়ে (আ) অনুভূতি নিয়ে
(ই) ইচ্ছা নিয়ে (ঈ) উপরের সবগুলো নিয়ে

২। জ্ঞানতত্ত্বের বিবেচ্য বিষয়
(অ) জ্ঞান-প্রক্রিয়া (আ) জ্ঞানের রূপ
(ই) জ্ঞানের শর্ত-সম্ভাবনা-সীমা (ঈ) উপরের সবগুলো

৩। মনোবিজ্ঞান আলোচনা করে
(অ) যুক্তি নিয়ে (আ) জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা নিয়ে
(ই) জ্ঞানের বিভিন্ন আকার নিয়ে (ঈ) উপরের সবগুলো নিয়ে

৪। যুক্তিবিদ্যা আলোচনা করে
(অ) যুক্তি নিয়ে (আ) জ্ঞানের সত্যতার আকার নিয়ে
(ই) সঠিক যুক্তির বিধি-বিধান নিয়ে (ঈ) উপরের সবগুলো নিয়ে

সঠিক উত্তর

১। (অ) জ্ঞান নিয়ে ২। (ই) জ্ঞানের শর্ত-সম্ভাবনা-সীমা ৩। (আ) জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা নিয়ে ৪। (ঈ) উপরের সবগুলো নিয়ে

পাঠ ২

জ্ঞান বা জানার অর্থ
The Meaning of Knowledge or Knowing

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- জানা কথাটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- জানা বলতে বাক্য বা বচন জানা বুঝায়-তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

জানা কথাটি তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমরা সাধারণত বলি, আমি জানি বা আমি জানি না। কিন্তু জানি বা জানি না বলতে কী বুঝায়, সে বিষয়ে আমাদের অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা নেই। 'জানা' কথাটি সব সময় একই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। অন্ততঃ তিনটি অর্থে এর ব্যবহার খুবই প্রচলিত।

পরিচিতি অর্থে জানা (Knowledge as Acquaintance)

কখনও কখনও জানা বলতে আমরা পরিচয় (Acquaintance) বুঝি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যখন আমরা প্রশ্ন করি- তুমি কি মিতুকে জান? তখন আমরা আসলে বুঝাতে চাই- তোমার সাথে মিতুর পরিচয় আছে কি? মিতুর সাথে পরিচয় না থাকলেও কোন লোক মিতু সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারে। আবার মিতুর সাথে পরিচয় থাকলেও কোন লোক মিতু সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নাও জানতে পারে। মিতু সম্বন্ধে অনেক কিছু জানলেও মিতুর সাথে কখনও দেখা না হলে মিতুর সাথে পরিচয় আছে, একথা বলা যায় না।

সামর্থ্য অর্থে জানা (Knowledge as Ability)

কখনও কখনও আমরা জানা বলতে কিভাবে করতে হয় (know-how) তা জানাও বুঝি। যেমন-যদি প্রশ্ন করা হয়- তুমি কি ঘোড়ায় চড়তে জান? তুমি কি সাঁতার দিতে জান? তুমি কি রান্না করতে জান? তখন আমরা ঘোড়ায় চড়ারূপ কাজ, সাঁতার দেয়ারূপ কাজ এবং রান্না করারূপ কাজ তুমি জান কিনা তাই জিজ্ঞাসা করি। কিভাবে করতে হয় তা জানা এক প্রকার সামর্থ্য (ability) বুঝায়। সাঁতার দিতে জান কিনা? এ প্রশ্ন যদি করা হয়, তবে প্রয়োজনে সাঁতার দেবার সামর্থ্য তোমার আছে কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করা হয়।

বাক্য অর্থে জানা (Knowledge in the Propositional Sense)

অধিকাংশ সময় আমরা জানা বলতে কোন একটি বাক্য জানা বুঝি। যেমন- আমি জানি যে, আমার কলমটি সাদা রঙের। এখানে 'আমার কলমটি সাদা রঙের'- একটি বাক্য। আমি জানি যে, আমি একজন মুসলমান। এখানে আমি যা জানি তা একটি বাক্য- আমি একজন মুসলমান। আমরা এখানে জানা বলতে বাক্য জানাই বোঝাবো এবং আধুনিক কালের পাশ্চাত্য দার্শনিকরা তাই বোঝান।

জানার যে তিনটি অর্থ তা সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন নয়। আমি মিতুর সাথে পরিচিত হলে তার সম্বন্ধে কিছুই না জেনে পারি না। অর্থাৎ মিতুর সাথে পরিচিত হলে আমি তার সম্বন্ধে সত্য এমন কিছু বাক্য অবশ্যই জানি। আবার আমি যখন রান্না করতে জানি, তখন রান্না করা সম্বন্ধে কোন বাক্যই জানি না, এমন হতে পারে না। অন্ততঃ কয়েকটি জিনিস কিভাবে রান্না করতে হয় সে বিষয়ে কিছু বাক্য জানি। তবে একথা ঠিক যে, একজন ব্যক্তি ঢাকায় গিয়ে ঢাকার সাথে পরিচিত হতে পারে, কিন্তু একজন ব্যক্তি ঢাকায় না গিয়ে ঢাকার ইতিহাস পাঠ করে, ঢাকার ভৌগোলিক অবস্থা জেনে যত কথা জানবে, সে (ঢাকায় গিয়ে) তত কথা নাও জানতে পারে। আবার একজন লোক ভালো রান্না করতে পারে বলে সে রান্না সম্বন্ধে বই লিখতে পারবে, এমন কোন কথা নেই। জানা কথাটির তৃতীয় অর্থই, অর্থাৎ জানা বলতে বাক্য জানা, সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। জানা কথাটির বিভিন্ন অর্থ ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। পরিচিতি অর্থে জানা বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা করুন।

২। সামর্থ্য অর্থে জানা বলতে কী বুঝায়? আলোচনা করুন।

৩। জানা বলতে বাক্য জানা বুঝায়- ব্যাখ্যা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন।

১। জানা কথাটি ব্যবহৃত হয়

(অ) দুটি অর্থে (আ) তিনটি অর্থে

(ই) চারটি অর্থে (ঈ) একটি অর্থে

২। জানা কথাটি বুঝায়

(অ) পরিচিতি অর্থে জানা (আ) সামর্থ্য অর্থে জানা

(ই) বাক্য জানা (ঈ) উপরের সবগুলো

৩। 'জানা'র সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অর্থ

(অ) পরিচিতি অর্থে জানা (আ) বাক্য অর্থে জানা

(ই) সামর্থ্য অর্থে জানা (ঈ) উপরের সবগুলো

৪। 'জানা'র তিনটি অর্থ পরস্পর

(অ) বিচ্ছিন্ন (আ) সম্পর্কহীন

(ই) সম্পর্কযুক্ত (ঈ) বিরোআত্মক

সঠিক উত্তর

১। (আ) তিনটি অর্থে ২। (ই) বাক্য জানা ৩। (আ) বাক্য অর্থে জানা

৪। (ই) সম্পর্কযুক্ত

পাঠ ৩

বচন জানার শর্ত
Requirements for Knowing a proposition

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- বচন জানার শর্তসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।
- বিশ্বাস ও জ্ঞানের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ভূমিকা

আমরা পূর্বেই জেনেছি, জানা বলতে বাক্য জানা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এখন এই অর্থে জানার শর্তসমূহ কী কী তা আলোচনা করবো। জন হস্‌পার্স বাক্য বা বচন জানার তিন প্রকার শর্ত উল্লেখ করেছেন : (১) বিষয়ীগত বা আত্মগত শর্ত (Subjective requirement) (২) বিষয়গত বা বস্তুগত শর্ত (Objective requirement) ও (৩) সাক্ষ্যগত শর্ত (Evidence requirement)।

জানার প্রথম শর্ত : বিশ্বাস

আমরা যখন জানি তখন যা জানি তা বিশ্বাসও করি। যা বিশ্বাস করি না, তা জানি, একথা বলা যায় না। যখন আমি জানি যে, আমটি সবুজ তখন আমি বিশ্বাসও করি যে, আমটি সবুজ। এই বিশ্বাস না থাকলে আমি জানি, একথা বলা যায় না। বিশ্বাস জানার প্রথম শর্ত।

জানার দ্বিতীয় শর্ত : বিশ্বাস সত্য হতে হবে

বিশ্বাস না থাকলে জানা না গেলেও বিশ্বাস থাকলেই যে জানা হবে, এমন কথাও ঠিক নয়। যেমন, আমি বিশ্বাস করতে পারি যে, আমার প্রতিবেশী চোর না, কিন্তু তাতেই বলা যাবে না আমি জানি যে, আমার প্রতিবেশী চোর না; একথা বলতে হলে 'আমার প্রতিবেশী চোর নয়'-এ বাক্যটি সত্য হতে হবে। অর্থাৎ বাক্য জানতে গেলে বাক্যটিকে সত্য হতে হবে। এটি জানার দ্বিতীয় শর্ত। আমি যখন জানি, 'বইটি লাল', তখন আমি বিশ্বাস করি যে, বইটি লাল; আবার বস্তুত বইটি লাল, অর্থাৎ 'বইটি লাল' এই বাক্যটি সত্য।

জানার তৃতীয় শর্ত : বিশ্বাসের সমর্থনে সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকতে হবে

আমরা জানার জন্য যে দুটি শর্ত পেলাম তার একটি বিষয়ীগত (Subjective) এবং অপরটি বিষয়গত (Objective)। বিষয়ীগত শর্ত হচ্ছে- জ্ঞাতার বিশ্বাস, আর বিষয়গত শর্ত হচ্ছে-

বিশ্বাসের সত্যতা। তবে বিশ্বাস সত্য হলেই তা জ্ঞান হয় না। যেমন, আমি বিশ্বাস করি 'করিম চুরি করেনি', বস্তুত সে চুরি করে নি কিন্তু 'সে চুরি করে নি' এ বিষয়ে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ বা যুক্তি (evidence) না থাকার জন্য 'করিম চুরি করে নি' এটা প্রমাণিত হলো না। আসলে আমার বিশ্বাস ঠিক ছিল, বিশ্বাস বস্তুত সত্যও হয়েছিল, কিন্তু বিশ্বাসের সমর্থনে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ বা যুক্তি আমার ছিল না বলে, আমি জানতাম, 'করিম চুরি করেনি' একথা বলা যাবে না। আমার বন্ধু হাত মুঠি করে আমার সামনে দাঁড়িয়ে যদি জিজ্ঞাসা করে- বল তো আমার হাতে কি? আমি বলতে পারি, তোমার হাতে চকলেট। এটা আমার বিশ্বাস। দেখা গেল বস্তুত তার হাতে চকলেটই ছিল। অর্থাৎ এখানে আমার বিশ্বাস সত্য হলো। কিন্তু তাতে একথা বলা যাবে না যে, আমি জানতাম তার হাতে চকলেট ছিল। কারণ তার হাতে চকলেট ছিল, আমার এই বিশ্বাসের সমর্থনে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ বা যুক্তি আমার ছিল না। সেজন্য এ বিশ্বাস আমার জ্ঞান ছিল না। বিশ্বাসের সমর্থনে সাক্ষ্য-প্রমাণ বা যুক্তি (evidence) জানার তৃতীয় শর্ত। আমি যখন জানি যে, 'বইটি লাল' তখন 'বইটি লাল' আমি বিশ্বাস করি, আমার বিশ্বাস বস্তুত সত্য, অর্থাৎ বইটি সত্যিই লাল। আবার 'বইটি লাল' এ বিশ্বাসের পক্ষে আমার যুক্তি এই যে, আমি দেখেছি বইটি লাল।

উপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, কোন ব্যক্তি একটি বাক্য জানে- একথা বলা যাবে যদি (১) ব্যক্তি সে বাক্যটি বিশ্বাস করে (২) তার বিশ্বাস সত্য হয় এবং (৩) তার বিশ্বাসের সমর্থনে সাক্ষ্য-প্রমাণ বা যুক্তি থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বচন জানার শর্তসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। জানার কয়টি শর্ত এবং কি কি?

২। জানার দ্বিতীয় শর্তটি বর্ণনা করুন।

৩। বিশ্বাসের সমর্থনে সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন।

১। জানার শর্ত হলো

(অ) বিশ্বাস (আ) বিশ্বাসের সত্যতা

(ই) বিশ্বাসের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ (ঈ) উপরের সবগুলো

২। জানার প্রথম শর্ত হলো

(অ) বিশ্বাস (আ) বিশ্বাসের সত্যতা

(ই) বিশ্বাসের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ (ঈ) উপরের কোনটি নয়

৩। জানার বিষয়ীগত শর্ত হচ্ছে

(অ) বিশ্বাস (আ) বিশ্বাসের সত্যতা

(ই) বিশ্বাসের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ (ঈ) উপরের সবগুলো

৪। জানার বিষয়গত শর্ত হচ্ছে

(অ) বিশ্বাস (আ) বিশ্বাসের সত্যতা

(ই) বিশ্বাসের পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ (ঈ) উপরের সবগুলো

সঠিক উত্তর

১। (ঈ) উপরের সবগুলো ২। (অ) বিশ্বাস ৩। (অ) বিশ্বাস ৪। (আ) বিশ্বাসের সত্যতা

পাঠ ৪

বচন ও বচনের প্রকার
Propositions and Types of Propositions

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- বাক্য বা বচনের সাথে বাস্তব অবস্থার পার্থক্য নির্দেশ করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার বচনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন।

ভূমিকা

পূর্ববর্তী পাঠে আমরা জেনেছি, জানা বলতে মূলত বাক্য বা বচন জানা বুঝায়। সুতরাং জানার স্বরূপ বুঝতে হলে বাক্য বা বচনের স্বরূপ বুঝা প্রয়োজন। বাক্য বা বচনের স্বরূপ বুঝতে হলে বাস্তব অবস্থার সাথে তার পার্থক্য কী? তা জানা প্রয়োজন। বর্তমান পাঠে আমরা এই পার্থক্য এবং কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বচন নিয়ে আলোচনা করবো।

বাস্তব অবস্থা

প্রতিনিয়ত যা ঘটে যাচ্ছে বা ঘটে চলেছে তাই বাস্তব ঘটনা। বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে আমরা প্রশ্ন তুলতে পারি, ঘটনাটি ঘটেছে না ঘটেনি? মানুষের ভীড় সৃষ্টি হয়েছে চৌরাস্তা মোড়ে। এ ধরনের বাক্যে যে ঘটনা প্রকাশ পায় সে ঘটনাই বাস্তব। বাস্তব অবস্থাকে ইংরেজিতে বলা হয় states of affairs। আমরা আমাদের চারপাশে যেসব ঘটনা অহর্নিশ ঘটতে দেখছি তার সবই বাস্তব; তাই এ সবই বাস্তব অবস্থা।

বচন (Proposition)

বচন হলো বিবৃতিমূলক বাক্য (Declarative Sentence)। অর্থাৎ যে বাক্য সত্য বা মিথ্যা হতে পারে তাকে বচন বলে। সব বাক্যই বচন হতে পারে না; কেননা, সব বাক্যেই ঘোষণা বা বিবৃতি থাকে না। যেমন প্রশ্নসূচক বাক্য বা বিস্ময়সূচক বাক্যে কোন ঘোষণা নেই। আর এজন্য এ ধরনের বাক্য বচন নয়।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বচন

সার্বিক, বিশেষ ও ব্যক্তিবিষয়ক বচন

যে বাক্যে কোন শ্রেণীর অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি বা বস্তু সম্বন্ধে কিছু বলা হয় তাকে সার্বিক বাক্য (Universal Proposition) বলে। আমরা যদি বলি, 'সকল মানুষ মরণশীল' তাহলে 'মানুষ'

শ্রেণীর অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি সম্বন্ধে 'মরণশীল' কথাটি বলা হয়। সুতরাং এটি একটি সার্বিক বাক্য।

যে বাক্যে কোন শ্রেণীর অন্তর্গত কিছু ব্যক্তি বা বস্তু সম্বন্ধে কিছু বলা হয় তাকে বিশেষ বা আংশিক বাক্য (Particular Proposition) বলে। আমরা যদি বলি, 'কিছু মানুষ বিজ্ঞানী', তাহলে 'মানুষ' শ্রেণীর অন্তর্গত কিছু ব্যক্তি যে বিজ্ঞানী তা বলা হয়। সুতরাং এটি একটি বিশেষ বাক্য।

যে বাক্যে কোন ব্যক্তি বা বিশেষ বস্তু সম্বন্ধে কিছু বলা হয় তাকে ব্যক্তিবিষয়ক বাক্য (Singular Proposition) বলে। আমরা যদি বলি, 'নিউটন একজন বিজ্ঞানী', তাহলে 'নিউটন' নামক বিশেষ ব্যক্তি যে বিজ্ঞানী তা বলা হয়। সুতরাং এটি একটি ব্যক্তিবিষয়ক বাক্য।

সার্বিক বাক্যে যে জ্ঞান প্রকাশিত হয় তাকে সার্বিক জ্ঞান; বিশেষ বাক্যে যে জ্ঞান প্রকাশিত হয় তাকে বিশেষ জ্ঞান এবং ব্যক্তিবিষয়ক বাক্যে যে জ্ঞান প্রকাশিত হয় তাকে ব্যক্তিবিষয়ক জ্ঞান বলা হয়।

প্রত্যক্ষ-সাপেক্ষ ও প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ বাক্য

যে বাক্য এমন জ্ঞান প্রকাশ করে যা ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা বা প্রত্যক্ষের ভিত্তিতেই জানা যায় তাকে প্রত্যক্ষ-সাপেক্ষ বাক্য (a posteriori) বলে। যেমন কিছু মানুষ কালো; কিংবা কিছু গাড়ী কালো ধুঁয়া ছড়ায়। এ সমস্ত বাক্যের সত্যতা একমাত্র পরীক্ষণ-নিরীক্ষণের ভিত্তিতেই নিরূপণ করা সম্ভব। এ সব বাক্যের সত্যতা তাই সম্ভাব্য (contingent)।

যে বাক্য এমন জ্ঞান প্রকাশ করে যা ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা বা প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে পাওয়া বা জানা যায় না তাকে প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ বাক্য (a priori) বলে। যেমন কেউই একই সময়ে ভিন্ন দুটি স্থানে থাকতে পারে না; কিংবা ক খ-এর চেয়ে বড়, খ গ-এর চেয়ে বড়, সুতরাং ক গ-এর চেয়ে বড়। এ সমস্ত বাক্য সমস্ত সম্ভাব্য বিশ্বে নিশ্চিতভাবে সত্য। এদের বিরুদ্ধ বাক্যও নিশ্চিতভাবে মিথ্যা। প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ বাক্যের সত্যতা নিরূপণের জন্য তাই পরীক্ষণ বা নিরীক্ষণের প্রয়োজন নেই। এ বাক্যকে আবশ্যিক বাক্য (Necessary Proposition) ও বলা হয়।

প্রত্যক্ষ-সাপেক্ষ বাক্য থেকে যে জ্ঞান পাওয়া যায় তাকে প্রত্যক্ষ-সাপেক্ষ জ্ঞান, আর প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ বাক্য থেকে যে জ্ঞান পাওয়া যায় তাকে প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ জ্ঞান বলা হয়।

বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক বাক্য

বিশ্লেষক বাক্য

যে বাক্যের উদ্দেশ্য পদ (subject) বিশ্লেষণ করলে বিধেয় পদ (object) পাওয়া যায় তাকে বিশ্লেষক বাক্য (Analytic Proposition) বলে। যেমন মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী; কিংবা সকল কুমার অবিবাহিত। প্রথম বাক্যের উদ্দেশ্য পদ 'মানুষ' বিশ্লেষণ করলেই 'বুদ্ধিমান প্রাণী' পাওয়া যায়। আবার দ্বিতীয় বাক্যের উদ্দেশ্য পদ 'কুমার' বিশ্লেষণ করলেই 'অবিবাহিত' পাওয়া যায়। বস্তুত এরূপ বাক্যে বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদেই বিদ্যমান থাকে। অন্যকথায়, বিধেয় পদ

উদ্দেশ্য পদেরই সম্পূর্ণত বা অংশত পুনরুক্তি করে। এজন্য বিশ্লেষক বাক্য কোন নতুন সংবাদ বা তথ্য প্রদান করে না।

সংশ্লেষক বাক্য

যে বাক্যের উদ্দেশ্য পদ বিশ্লেষণ করলে বিধেয় পদ পাওয়া যায় না তাকে সংশ্লেষক বাক্য (Synthetic Proposition) বলে। যেমন, ঘোড়াটি সাদা; কিংবা বাড়িটি হলুদ। এখানে প্রথম বাক্যের উদ্দেশ্য পদ 'ঘোড়া' বিশ্লেষণ করলে বিধেয় পদ 'সাদা' পাওয়া যায় না। একইভাবে, দ্বিতীয় বাক্যের উদ্দেশ্য পদ 'বাড়ি' বিশ্লেষণ করলে বিধেয় পদ 'হলুদ' পাওয়া যায় না। বস্তুত এরূপ বাক্যে বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদকে পুনরুক্ত করে না; বরং নতুন সংবাদ বা তথ্য প্রদান করে।

বিশ্লেষক বাক্যে যে জ্ঞান প্রকাশিত হয় তাকে বিশ্লেষক জ্ঞান (Analytic Knowledge); আর সংশ্লেষক বাক্যে যে জ্ঞান প্রকাশিত হয় তাকে সংশ্লেষক জ্ঞান (Synthetic Knowledge) বলে।

মূল্যজ্ঞাপক ও তথ্যজ্ঞাপক বাক্য

যে বাক্যে কোন কিছুর মূল্য নিরূপণ করা হয় তাকে মূল্যজ্ঞাপক বাক্য (Evaluative Proposition) বলে। যেমন, গোলাপটি সুন্দর; কিংবা সত্য বলা উচিত। প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্যে যথাক্রমে গোলাপ ও সত্যতার মূল্য নিরূপণ করা হয়েছে।

যে বাক্যে কোন কিছু সম্বন্ধে বর্ণনা বা তথ্য দেয়া হয় তাকে তথ্যজ্ঞাপক বাক্য (Descriptive Proposition) বলে। যেমন, গোলাপটি লাল; কিংবা সে সত্য বলেনি। এখানে যথাক্রমে গোলাপ ও জনৈক সম্বন্ধে তথ্য দেয়া হয়েছে মাত্র; কোন মূল্যায়ন করা হয়নি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বিভিন্ন প্রকার বচন উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। বাস্তব অবস্থা ও বচনের পার্থক্য বর্ণনা করুন।

২। সার্বিক ও বিশেষ বাক্য উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৩। প্রত্যক্ষ-সাপেক্ষ ও প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ বাক্য উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৪। বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক বাক্য উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৫। মূল্যজ্ঞাপক ও তথ্যজ্ঞাপক বাক্য উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন।

১। বচন হলো

(অ) প্রশ্নবোধক বাক্য (আ) বিস্ময়সূচক বাক্য

(ই) অনুজ্ঞাসূচক বাক্য (ঈ) বিবৃতিমূলক বাক্য।

২। 'সকল মানুষ মরণশীল' একটি

(অ) বিশেষ বাক্য (আ) সার্বিক বাক্য

(ই) মূল্যজ্ঞাপক বাক্য (ঈ) ব্যক্তি বিষয়ক বাক্য।

৩। প্রত্যক্ষ নিরপেক্ষ বাক্যের সত্যতা নিরূপণের জন্য

(অ) পরীক্ষণ প্রয়োজন (আ) নিরীক্ষণ প্রয়োজন

(ই) পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণ উভয়ই প্রয়োজন

(ঈ) পরীক্ষণ ও নিরীক্ষণের প্রয়োজন নেই।

৪। যে বাক্যের উদ্দেশ্যপদ বিশ্লেষণ করলে বিধেয় পদ পাওয়া যায় তাকে বলে–

(অ) বিশ্লেষক বাক্য (আ) সংশ্লেষক বাক্য

(ই) মূল্যজ্ঞাপক বাক্য (ঈ) তথ্যজ্ঞাপক বাক্য।

সঠিক উত্তর ঃ (১) ঈ। (২) আ। (৩) ঈ। (৪) অ।

পাঠ ৫

সত্যতা সম্পর্কীয় মতবাদ : স্বতঃপ্রতীতিবাদ, সঙ্গতিবাদ, অনুরূপতাবাদ ও প্রয়োগবাদ

Theories of Truth: Self-evidence, Coherence, Correspondence and Pragmatic Theory

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- সত্যতা সম্পর্কীয় মতবাদগুলির মূল বক্তব্য কী? তা বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা

সত্যের প্রকৃতি ও পরীক্ষার রূপ নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তাঁরা সবাই এক মতে বিশ্বাস করেন না। দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা তাই মোটামুটি চারটি মতবাদ পাই। এদের নাম স্বতঃ প্রতীতিবাদ, সঙ্গতিবাদ, অনুরূপতাবাদ ও প্রয়োগবাদ। আমরা এই পাঠে সত্যতা সম্পর্কীয় এই মতবাদগুলি নিয়ে আলোচনা করবো।

স্বতঃপ্রতীতিবাদ (Self-evidence Theory)

সত্যতা সম্পর্কীয় মতবাদ হিসেবে স্বতঃপ্রতীতিবাদ একটি উল্লেখযোগ্য মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে, একটি বাক্যের সত্যতা স্বতঃই প্রতীত হয়, কারণ এর সত্যতা স্পষ্ট ও স্বতঃসিদ্ধ। বাক্যের সত্যতা বাক্যের উপরই নির্ভরশীল, অন্য কোন কিছুর উপর নয়। তাই এই মতানুসারে, স্বতঃপ্রতীতিই সত্যতা নির্ণয়ের একমাত্র মানদন্ড। চিন্তার মৌলিক নিয়ম ও জ্যামিতির এমন কতগুলো স্বতঃসিদ্ধ সত্য রয়েছে, যেগুলি কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। এই ধরনের বাক্য সন্দেহপূর্ণ নয়, বরং সন্দেহাতীত এবং এ ধরনের সন্দেহাতীত বাক্য সত্য। আর এ ধরনের সন্দেহাতীত বাক্য হতে অনিবার্যভাবে যে সকল বাক্য পাওয়া যায়, সেগুলিও সত্য।

স্বতঃপ্রতীতি : যুক্তিবিদ্যা ও গণিত

যুক্তিবিদ্যা ও গণিতের মত অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ আকারগত বিদ্যা এমন কতগুলি মৌলিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত যেগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলে স্বীকার করা হয়। আর এই দিক থেকে স্বতঃপ্রতীতিবাদের সত্যের মানদন্ড এই সব বিদ্যার ক্ষেত্রে সর্বজনগ্রাহ্য ও সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু দার্শনিক সান্তায়ানা (Santayana) এই নিয়মের ক্ষেত্র ছাড়াও সত্য বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কীয়

বাক্যের ক্ষেত্রে এ মানদন্ড প্রয়োগ করেন। তিনি সংবেদনসমূহকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য এবং সংবেদনগ্রাহ্য জগতকে বাস্তব বলে মনে করেন।

স্পষ্টতা ও প্রাঞ্জলতা : ডেকার্ট ও স্পিনোজা

ডেকার্ট (Descartes) ও স্পিনোজা (Spinoza) স্পষ্টতা ও প্রাঞ্জলতাকে সত্যতার মানদন্ড হিসেবে গণ্য করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ডেকার্ট মনে করেন, "আমি চিন্তা করি, তাই আমি আছি", এই সত্য আমার কাছে স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। এই বাক্যের সত্যতা স্বতঃপ্রতীত, তাই এর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

সঙ্গতিবাদ (Coherence)

এ মতবাদ অনুসারে, যে কোন বাক্যের সত্যতা সেই বাক্যের সাথে অন্যান্য বাক্যের সঙ্গতির উপর নির্ভর করে। এ মতবাদ অনুসারে, সঙ্গতিই সত্যের প্রকৃতি এবং সংগতির মাধ্যমেই সত্যের পরীক্ষা হয়। হেগেল (Hegel) ও হেগেলপন্থী ভাববাদী দর্শনে সঙ্গতিবাদ এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী দার্শনিক আলেকজান্ডারও একটি ভিন্ন অর্থে এই মতবাদ সমর্থন করেন। অনুরূপতাবাদী রাসেলও অনিশ্চিত মতের ব্যাপারে সংগতিবাদের ব্যাখ্যাকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন। হেগেল, ব্রাডলি (Bradley), বোসাঙ্কো (Bosanquet) প্রমুখ ভাববাদীরা মনে করেন যে, সত্তা হলো পরম সমগ্র। পরম সমগ্র হতে বিচ্ছিন্ন অংশ কেবল অবভাস। পরম সত্তাই একমাত্র সত্য। যেহেতু সমগ্র হলো সত্য, সেহেতু যে অবধারণ এই সমগ্রের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে চলে তা সত্য।

সত্যতা সঙ্গতির পরিমাণের উপর নির্ভর করে

সঙ্গতিবাদীদের মতে, সব বাক্যের সত্যতা সমান নয়, কোন বাক্যের সত্যতা বেশি, আবার কোন বাক্যের কম। সমগ্রের সাথে যে বাক্যের সঙ্গতি যত বেশি সে বাক্যের সত্যতাও তত বেশি। অর্থাৎ সমগ্রের সাথে সঙ্গতির পরিমাণের উপর বাক্যের সত্যতার পরিমাণ নির্ভর করে।

তাঁদের বিশ্বাস, বাক্যের সঙ্গতির পরিমাণ চরম বিস্তৃতি লাভ করলেই স্বয়ংসম্পূর্ণ, সুসংবদ্ধ পরম অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। এই পরম অভিজ্ঞতাই চরম সত্য ও পরমতত্ত্ব। কিন্তু মানুষের পক্ষে এই অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব নয়। কারণ সাধারণ অভিজ্ঞতায় এই চরম সঙ্গতি পাওয়া যায় না। আবার সাধারণ অভিজ্ঞতায় চরম অসঙ্গতিও পাওয়া যায় না। সুতরাং মানব অভিজ্ঞতার দিক থেকে কোন বাক্যই চরম সত্য বা চরম মিথ্যা নয়। সত্যতা একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। চরম অভিজ্ঞতার দিক থেকে সব বচনই আপেক্ষিক সত্য, আবার আপেক্ষিক মিথ্যা।

সঙ্গতির মাধ্যমেই বাক্যের সত্যতা গুণ জানা যায়

আলেকজান্ডার (Samuel Alexander) সত্যের প্রকৃতির জন্য নয় বরং সত্যের পরীক্ষার জন্য সঙ্গতির সমর্থন করেন। তাঁর মতে, ''কোন বাক্যের সত্যতা অন্য বাক্যের সাথে তার সঙ্গতির উপর নির্ভর না করে বস্তু স্বরূপের সাথে অনুরূপতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু বাক্যের এই সত্যতা গুণ জানার জন্য সঙ্গতিই ব্যবহার করতে হয়। সবাই যদি দুধ লাল নয়, সাদা বলে,

তাহলেই সাদা হয় না, দুধ বস্তুত সাদা বলেই তা সাদা।" কিন্তু সবাই যখন দুধকে সাদা বলবে তখনই জানা যাবে দুধ সাদা। রাসেল সত্যের প্রকৃতি নির্ণয়ে অনুরূপতাবাদ স্বীকার করেন। তিনি অবশ্য স্বীকার করেন যে, কোন কোন ক্ষেত্রে সঙ্গতি সত্যের পরীক্ষা হিসেবে গৃহীত হতে পারে। তাঁর মতে, সঙ্গতি যদিও অনিশ্চয়তা হ্রাস করে, তবুও সম্পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে না।

অনুরূপতাবাদ (Correspondence Theory)

এ মতানুসারে, বাক্য বা অবধারণের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব অবধারণটির সাথে ঘটনা বা বস্তু, অর্থাৎ বাস্তব ঘটনা বা সত্য বিষয় এর মিল বা অনুরূপতার উপর নির্ভর করে। আর তাই অবধারণটির সাথে ঘটনা বা বস্তুর অনুরূপতা বা মিল থাকলে অবধারণটি সত্য এবং মিল না থাকলে মিথ্যা বলা হয়। অনুরূপতাবাদীরা মনে করেন যে, অনুরূপতা হচ্ছে একদিকে সত্যের স্বরূপ এবং অপরদিকে সত্যের মানদন্ড।

সাধারণ লোক, অভিজ্ঞতাবাদী ও বাস্তববাদীরা সাধারণত অনুরূপতাকেই সত্যের মানদন্ড বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়বস্তু বা মন ও জড়বস্তু হচ্ছে স্বতন্ত্র ও স্পষ্ট এবং উভয়ই মৌলভাবে বাস্তব। জ্ঞান হচ্ছে এই দুই এর মধ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পর্ক স্থাপন, যার ফলে জ্ঞেয়বস্তু যে কোন উপায়ে হোক জ্ঞাতাকে দিয়ে অনুলিপিত হয়ে থাকে।

কোন অবধারণ বাস্তবের অনুরূপ হলেই তা সত্য

অনুরূপতাবাদ অনুসারে, যেহেতু সত্যতা বা মিথ্যাত্ব স্বীকার বা অস্বীকার করা শর্তাবলীর উপর নির্ভর করে, সেহেতু সত্যতা বা মিথ্যাত্বের বিষয়াবলীর উপর বিশ্বাসের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির কোন সরাসরি সম্বন্ধ নেই। যদি কোন অবধারণ কোন ঘটনা বা বাস্তব বিষয়ের অনুরূপ হয়, তা হলেই সেই অবধারণটি সত্য এবং যদি কোন অবধারণ কোন ঘটনা বা বাস্তব বিষয়ের অনুরূপ না হয় তবে সেই অবধারণটি মিথ্যা।

প্রয়োগবাদ (Pragmatic Theory)

এই মতবাদ অনুসারে, মানবিক প্রয়োজনই হলো সত্যতা নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি। এটাই প্রয়োগবাদের মূলকথা। প্রয়োগবাদের মতে, ধারণা বা বাক্য বা অবধারণের ফলপ্রসূতা, উপযোগিতা, সন্তোষজনক ফল, ব্যবহারিক ফল বা মূল্য ইত্যাদি হচ্ছে সত্যতা নিরূপণের মাপকাঠি। মোটকথা, যে ধারণা বা অবধারণের ব্যবহারিক মূল্য বা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তাই সত্য এবং যে ধারণা বা অবধারণের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা নেই তা মিথ্যা। প্রখ্যাত দার্শনিক সি.এস. পার্স (C.S. Pierce), উইলিয়াম জেমস (William James), এফ.সি.এস. শীলার (F.C.S. Schiller) ও জন ডিউঈ (John Dewey) সত্যের প্রকৃতি ও পরীক্ষা হিসেবে প্রয়োগবাদের কথা প্রচার করেন। তাঁরা সবাই একবাক্যে এই কথা স্বীকার করেন যে, উপযোগিতা বা প্রয়োজনই হচ্ছে সত্যতা নিরূপণের একমাত্র উপায়। যা জীবনের প্রয়োজনে আসে তাই সত্য, যা প্রয়োজনে আসে না তা মিথ্যা।

সত্যতা ব্যবহারিক ফলের দ্বারা নির্ণীত হয়

পার্সের মতে, কোন বিশ্বাসের সত্যতা অবশ্যই তার ব্যবহারিক ফলের মাধ্যমে পরীক্ষিত হতে হবে। তাই তাঁর মতে, সত্য ব্যবহারিক ফল দিয়ে পরীক্ষিত হয়ে থাকে। জেমসের মতে, ধারণার কোন স্বতঃপ্রমাণ্যতা নেই। সত্যতা হচ্ছে ধারণার আগন্তুক গুণবিশেষ। আমাদের আচরণের ক্ষেত্রে যে ধরনের আচরণ সুবিধাজনক বা হিতকর তা যেমন ন্যায় বা ঠিক তেমনি আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রে যে ধরনের চিন্তা সুবিধাজনক তাই সত্য। তাঁর মতে, সত্য হচ্ছে আপেক্ষিক।

সত্যতা অনুসন্ধানের ফল

ডিউঈ-এর মতে, সত্যতা হচ্ছে সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত অনুসন্ধানের ফলমাত্র। অর্থাৎ অনুসন্ধান ও পরীক্ষার সাফল্যের উপর সত্যতা নির্ভরশীল। কোন ধারণার ফলপ্রসূ কার্যকারিতা ও তার সাফল্যই হচ্ছে তার সত্যতা।

ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা থাকলেই ধারণা সত্য হয়

শীলারের মতে, একমাত্র ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা থাকলেই ধারণা সত্য হবার দাবি রাখে। তবে ধারণার এই সত্যতার দাবি পূর্ণ হয় যখন ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সত্যতা সম্পর্কীয় মতবাদসমূহের মূল বক্তব্য বর্ণনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। স্বতঃপ্রতীতিবাদের মূল বক্তব্য বর্ণনা করুন।

২। সত্য সম্পর্কীয় মতবাদ হিসেবে অনুরূপতাবাদ আলোচনা করুন।

৩। সঙ্গতিবাদের মূল বক্তব্য বর্ণনা করুন।

৪। প্রয়োগবাদী দার্শনিকদের নামসহ প্রয়োগবাদের মূল বক্তব্য আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন লিখুন।

সঠিক উত্তর লিখুন।

১। স্বতঃপ্রতীতিই সত্যতা নির্ণয়ের মানদন্ড–এ কথাটি

(অ) সঙ্গতিবাদের (আ) স্বতঃপ্রতীতিবাদের

(ই) অনুরূপতাবাদের (ঈ) প্রয়োগবাদের।

২। বাক্যের সত্যতা ঐ বাক্যের সাথে অন্যান্য বাক্যের সঙ্গতির উপর নির্ভর করে–এ বক্তব্য প্রদান করে

(অ) স্বতঃপ্রতীতিবাদ (আ) সঙ্গতিবাদ

(ই) অনুরূপতাবাদ (ঈ) প্রয়োগবাদ।

৩। বাক্য বা অবধারণের সাথে বাস্তব ঘটনার মিল থাকলে বাক্য বা অবধারণ সত্য হয়–এ বক্তব্য প্রদান করে

(অ) স্বতঃপ্রতীতিবাদ (আ) সঙ্গতিবাদ

(ই) অনুরূপতাবাদ (ঈ) প্রয়োগবাদ।

৪। বাক্য বা অবধারণের উপযোগিতা বা ব্যবহারিক মূল্য সত্যতা নিরূপণের মাপকাঠি-এ বক্তব্য প্রদান করে

(অ) স্বতঃপ্রতীতিবাদ (আ) সঙ্গতিবাদ

(ই) অনুরূপতাবাদ (ঈ) প্রয়োগবাদ।

সঠিক উত্তর

১। (আ) স্বতঃপ্রতীতিবাদের ২। (আ) সঙ্গতিবাদ ৩। (ই) অনুরূপতাবাদ

৪। (ঈ) প্রয়োগবাদ

পাঠ ৬

সত্যতা সম্পর্কীয় মতবাদসমূহের সমালোচনা
Criticism of the Theories of Truth

উদ্দেশ্য

এই পাঠশেষে আপনি

- সত্যতা সম্পর্কীয় মতবাদসমূহের ত্রুটি-বিচ্যুতি উল্লেখ করতে পারবেন।
- এই মতবাদগুলির ত্রুটি কোথায় বলতে পারবেন এবং সম্ভব হলে নিজের মন্তব্য প্রদান করতে পারবেন।

ভূমিকা

পূর্ববর্তী পাঠে আমরা সত্যতা সম্পর্কীয় প্রধান মতবাদসমূহ বর্ণনা করেছি। এসব মতবাদসমূহের কোনটিই পুরোপুরি সন্তোষজনক নয়। বর্তমান পাঠে আমরা প্রতিটি মতবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি আলোচনা করবো।

স্বতঃপ্রতীতিবাদ

(ক) স্পষ্টতা ও প্রাঞ্জলতা সত্যতার সর্বজনস্বীকৃত লক্ষণ ও মানদন্ড হতে পারে না। কেননা কোন বচনের স্পষ্টতা ও প্রাঞ্জলতা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হতে পারে। যে বচন কারো কাছে স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল মনে হয়, সে বচনই অন্য কারো কাছে স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল নাও মনে হতে পারে। সূর্য যে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে তা একদিন স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল জ্ঞান বলেই স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু আজকাল তা আর কারো কাছেই সত্য নয়। সুতরাং তা স্পষ্ট ও প্রাঞ্জলও নয়।

(খ) সত্যতা ও মিথ্যাত্ব যদি স্বতঃপ্রতীত হয় অর্থাৎ যা সত্য তাকে সত্য বলে এবং যা মিথ্যা তাকে মিথ্যা বলে যদি আমরা সাথে সাথেই জানতে পারি, তাহলে দড়ি দেখে, 'এটি একটি সাপ' এই বচনটি সত্য মনে করে আমরা ভয়ে পালিয়ে যাই কেন?

সঙ্গতিবাদ

সঙ্গতিবাদ নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে। আমরা এখানে তার দুটি সমালোচনা তুলে ধরছি:

(ক) হেগেল ও হেগেলপন্থীরা বলেন, কোন বচনই স্বতন্ত্রভাবে সত্য নয়, অন্য বচনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়েই তা সত্য হয়। কিন্তু আমাদের ব্যবহারিক জীবনে আমরা স্বতন্ত্রভাবেই প্রত্যেক

বচনের সত্যতা নির্ণয় করি। যদি প্রত্যেক বচনই স্বতন্ত্রভাবে সত্য না হয় তবে অন্য বচনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হলেই তা সত্য হতে পারে না। সত্যতা বচনের আগন্তুক গুণ নয়। যে বচন সত্য তাতে সত্যতা স্বতঃই থাকে। যদি তা না থাকত তবে কখনই কোন অবস্থাতেই বচন সত্য হতে পারত না। কারণ যাতে যা নেই তাতে তা কখনই হয় না। সত্যতার মত মিথ্যাত্বও বচনে স্বতঃই থাকে। যে বচন মিথ্যা তা স্বতঃই মিথ্যা। তবে বচনের সত্যতা ও মিথ্যাত্ব স্বতঃই জানা যায় না। এজন্যই নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

(খ) হেগেল ও তাঁর শিষ্যদের মতে, সমস্ত বচনই আংশিক সত্য এবং আংশিক মিথ্যা। কিন্তু আমরা ব্যবহারিক জীবনে সত্য ও মিথ্যাকে সম্পূর্ণ বিপরীত বলেই জানি। যা সত্য তা কখনই মিথ্যা নয়; আবার যা মিথ্যা তা কখনই সত্য নয়; "৭+৩=১০" এই উক্তিকে কেউই আংশিক সত্য ও আংশিক মিথ্যা বলবে না । এই বচন সম্পূর্ণ সত্য।

অনুরূপতাবাদ

এই মতবাদ বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছে। আমরা এখানে কেবল তিনটি সমালোচনা তুলে ধরবো:

(ক) অনুরূপতাবাদীরা বচনের সত্যতা ও মিথ্যাত্ব যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেননি। ধারণা বাহ্য বস্তুর অনুরূপ হলে বচন সত্য, না হলে মিথ্যা; কিন্তু বাহ্য বস্তুকে যদি সাক্ষাৎভাবে জানা না যায় তাহলে ধারণা বাহ্য বস্তুর অনুরূপ হলো কিনা তা কিভাবে বোঝা যাবে? আমরা কিভাবে বস্তুর সাথে ধারণার তুলনা করবো?

(খ) ধারণা হলো মনোগত, বিষয় ও বিবৃত বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ হলো বস্তুগত। তাদের মধ্যে অনুরূপতা কিভাবে হতে পারে? দুটি বিজাতীয় বিষয়ের মধ্যে মিল বা অমিল কিভাবে পরিমাপ করা যেতে পারে? বচনকে কিভাবে বাইরের বিষয়ের সাথে তুলনা করা যায়?

(গ) বিষয় যদি জ্ঞাত সত্য হয়, তাহলে সত্যতা হলো বিষয়ের সাথে অনুরূপতা- সত্যতার এই সংজ্ঞা কিভাবে গ্রহণ করা যায়?

প্রয়োগবাদ

এই মতবাদটিও নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে। আমরা এখানে প্রধান দুটি সমালোচনা তুলে ধরবো:

(ক) বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করার পর যদি দেখা যায়, সেই বিশ্বাস বাস্তবে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করছে, তখন তাকে সত্য মনে করা হবে। কাজেই প্রয়োজন সিদ্ধি বা উদ্দেশ্য সিদ্ধি সত্যতা পরীক্ষার মানদন্ড। কিন্তু প্রয়োজন সিদ্ধি বা উপযোগিতা কখনও সত্যের স্বরূপ বা প্রকৃতি হতে পারে না। প্রয়োগবাদী সত্য তত্ত্বের ত্রুটি হলো এই তত্ত্ব সত্যের স্বরূপ ও সত্যের পরীক্ষাকে অভিন্ন গণ্য করে।

(খ) প্রয়োগবাদী সত্য তত্ত্ব অনুসারে, সত্যতা হয়ে পড়ে নিছক মনোগত বা ব্যক্তিসাপেক্ষ ব্যাপার। যা আমার প্রয়োজন সিদ্ধ করেছে তা অপরের প্রয়োজন সিদ্ধ নাও করতে পারে।

সেক্ষেত্রে যা আমার কাছে সত্য হচ্ছে তা অপরের কাছে সত্য নয়। কিন্তু আমরা জানি সত্যতা অপরিবর্তনীয় ধর্ম, স্থান-কাল-ব্যক্তিভেদে তার পরিবর্তন হয় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সত্যতা সম্পর্কীয় মতবাদসমূহের ত্রুটি-বিচ্যুতি উল্লেখ করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১। স্বতঃপ্রতীতিবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি উল্লেখ করুন।
২। অনুরূপতাবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ব্যাখ্যা করুন।
৩। সঙ্গতিবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ব্যাখ্যা করুন।
৪। প্রয়োগবাদের দুটি সমালোচনা উল্লেখ করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তর লিখুন।

১। স্পষ্টতা ও প্রাঞ্জলতা সত্যতার সর্বজন স্বীকৃত লক্ষণ ও মানদন্ড হতে পারে না– বলা হয়
(অ) স্বতঃপ্রীততিবাদের সমালোচনায়
(আ) সঙ্গতিবাদের সমালোচনায়
(ই) অনুরূপতাবাদের সমালোচনায়
(ঈ) প্রয়োগবাদের সমালোচনায়।

২। সকল বচনই আংশিক সত্য এবং আংশিক মিথ্যা– এ কথা
(অ) লিবনিজ ও লিবনিজ পন্থীদের (আ) ডেকার্ট ও ডেকার্ট পন্থীদের
(ই) হেগেল ও হেগেল পন্থীদের (ঈ) হিউম ও হিউমপন্থীদের।

৩। সমালোচকদের দৃষ্টিতে বচনের সত্যতা ও মিথ্যাত্ব যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেনি–
(অ) স্বতঃপ্রতীতিবাদ (আ) সঙ্গতিবাদ
(ই) অনুরূপতাবাদ (ঈ) প্রয়োগবাদ।

৪। সত্যতা নিছক মনোগত বা ব্যক্তিসাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়–
(অ) স্বতঃপ্রতীতিবাদ অনুসারে (আ) সঙ্গতিবাদ অনুসারে
(ই) অনুরূপতাবাদ অনুসারে (ঈ) প্রয়োগবাদ অনুসারে।

সঠিক উত্তর (১) অ। (২) ই। (৩) ই। (৪) ঈ।